হিন্দু সম্পত্তি বিলিব্যবস্থা আইন, ১৯১৬

১৯১৬-র ১৫ নং আইন

[১লা জুন, ১৯৮৮ তারিখে যথা-বিদ্যমান]

হিন্দুগণ কর্তৃক সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা সম্পর্কে কোন কোন নির্যোগ্যতা, ঐরূপ বিলিব্যবস্থার তারিখে অস্তিত্ববান নহেন এরূপ ব্যক্তিগণের হিতার্থে, দূরীকরণের জন্য আইন।

[২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৬]

যেহেতু হিন্দুগণ কর্তৃক সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা সম্পর্কে কোন কোন নির্যোগ্যতা, ঐরূপ বিলিব্যবস্থার তারিখে অস্তিত্ববান নহেন এরূপ ব্যক্তিগণের হিতার্থে, দূরীকরণ করা সঙ্গত ;

অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল ঃ—

সংক্ষিপ্ত নাম ও প্রসার।

১। (১) এই আইন হিন্দু সম্পত্তি বিলিব্যবস্থা আইন, ১৯১৬ নামে অভিহিত হইবে।

[১][(২) ইহা জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে।]

[২][তবে, এই আইনের অন্তর্ভুক্ত কোন কিছুই সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র পণ্ডিচেরির রেনোসাঁগণের প্রতি প্রযুক্ত হইবে না]

অস্তিত্ববান নহেন এরূপ ব্যক্তিগণের হিতার্থে বিলিব্যবস্থা।

২। এই আইনে বিনির্দিষ্ট পরিসীমা ও বিধানসমূহের অধীনে, কোন হিন্দু কর্তৃক কোন সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা, তাহা জীবিত ব্যক্তিগণের মধ্যে হস্তান্তরের দ্বারা হউক বা উইল দ্বারা হউক, কেবল এই কারণে অসিদ্ধ হইবে না যে, কোন ব্যক্তি যাহার হিতার্থে উহা কৃত হইয়া থাকিতে পারে, ঐ বিলিব্যবস্থার তারিখে তাহার অস্তিত্ব ছিল না।

পরিসীমা ও শর্তাবলী।

৩। ২ ধারায় উল্লিখিত পরিসীমা ও বিধানসমূহ নিম্নরূপ হইবে, যথা ঃ—

(ক) জীবিত ব্যক্তিগণের মধ্যে হস্তান্তর দ্বারা বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে, সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-র [৩][২ অধ্যায়ে] যেগুলি অন্তর্ভুক্ত আছে সেগুলি এবং

১৮৮২-র ৪।

(খ) উইল দ্বারা বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে, [৪][ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫-এর ১১৩, ১১৪, ১১৫ এবং ১১৬ ধারায়] যেগুলি অন্তর্ভুক্ত আছে সেগুলি।

১৯২৫-এর ৩৯।

৪। [পূর্ব বিলিব্যবস্থার ব্যর্থতা।] সম্পত্তি হস্তান্তর (সংশোধন) অনুপূরক আইন, ১৯২৯ (১৯২৯-এর ২১), ১২ ধারা দ্বারা নিরসিত।

---

১ ১৯৫৯-এর ৪৮ আইন, ৩ ধারা ও তফসিল ১ দ্বারা (২) উপধারার স্থলে (১-২-১৯৬০ হইতে) প্রতিস্থাপিত।

২ ১৯৬৮-র ২৬ আইন, তফসিল দ্বারা সন্নিবেশিত।

৩ ১৯২৯-এর ২১ আইন, ১২ ধারা দ্বারা "১৩, ১৪ ও ২০ ধারা সমূহে"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৪ ১৯২৯-এর ২১ আইন, ১২ ধারা দ্বারা "ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৮৬৫-র ১০০ ও ১০১ ধারাসমূহে"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

খোজা সম্প্রদায়ের প্রতি এই আইনের প্রয়োগ।

৫। যেক্ষেত্রে [১][রাজ্যসরকারের] অভিমত হয় যে [২][ঐ রাজ্যের] বা উহার কোন অংশের খোজা সম্প্রদায় ইচ্ছা করেন যে ঐ সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানসমূহ প্রসারিত হউক, সেক্ষেত্রে [৩][রাজ্যসরকার,] সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, "হিন্দুগণ" বা "হিন্দু" শব্দের স্থলে, যেখানে যেখানে ঐ শব্দগুলি আছে সেখানে সেখানে, "খোজাগণ" বা, স্থলবিশেষে, "খোজা" শব্দ প্রতিস্থাপনক্রমে এই আইনের বিধানসমূহ ঐ প্রজ্ঞাপনে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইতে পারে সেরূপ অঞ্চলে, ঐ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রযোজ্য হইবে, এবং তদনন্তর এই আইন তদনুসারে কার্যকর হইবে।

---

১ ভারত সরকার (ভারতীয় বিধিসমূহের অভিযোজন) আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা "সপরিষদ গবর্নর জেনরলের"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

২ ঐ, "ব্রিটিশ ভারতের"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৩ ঐ, "তিনি"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।